যুগান্তর [পাতা ১৫] 20/03/2024

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

সম্পতি জনতা ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ স্কিমের জন্য প্রদেয় ঋণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা দেওয়া যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি মো. গোলাম মরতুজা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সিজিডি পরিচালক নাহিদ রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ [পাতা ৯] 20/03/2024

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ স্কিমের জন্য প্রদেয় ঋণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রদান করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি মো. গোলাম মরতুজা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিজিডি পরিচালক নাহিদ রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

প্রতিদিনের সংবাদ [পাতা ৬] 20/03/2024

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের চুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের চুক্তি

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ স্কিমের জন্য প্রদেয় ঋণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রদান করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি মো. গোলাম মরতুজা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিজিডি পরিচালক নাহিদ রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

খবরের কাগজ [পাতা ৯] 20/03/2024

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের চুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি

জনতা ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার আওতায় একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি মো. গোলাম মরতুজা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিজিডি পরিচালক নাহিদ রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিজ্ঞপ্তি

এগিয়ে থাকার জন্য THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

[পাতা-০৩] ২০/০৩/২০২৪

স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক স্মার্ট একাউন্ট

সঞ্চয় করুন স্মার্ট একাউন্টে
যখন ইচ্ছে তখন, যত খুশি তত
মুনাফার হার এফডিআর থেকেও বেশি

বিকাশ বা নগদ ওয়ালেটে টাকা পাঠান ejanata অ্যাপে

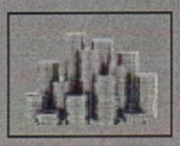

ঘরে বসেই যে কোন ব্যাংকের যে কোন হিসাবে লেনদেন করুন খুব সহজেই
বিকাশ বা নগদ ওয়ালেটে টাকা পাঠান নিরাপদে
চেক বিহীন কিউআর কোডে টাকা তুলুন নিশ্চিন্তে

অটোমেটেড চালান সুবিধা

ই চালান

সকল শাখায় স্বয়ংক্রিয় চালান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি ভ্যাট-ট্যাক্স, আয়কর, পাসপোর্ট ফি, সারচার্জ, ই-জিপিসহ অন্যান্য ফি পরিশোধ করা যায়

জেবি পিন ক্যাশ

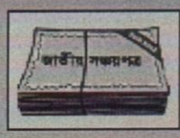

একাউন্ট ছাড়াই টাকা পাঠান নিশ্চিন্তে
জেবি পিন ক্যাশে স্বল্প খরচে
টাকা পাঠান সারা দেশে

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড

দেশব্যাপী বিস্তৃত এটিএম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলন, পিওএস বা অনলাইন কেনাকাটায় ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করুন

জেবি আমার সঞ্চয় আমার মুনাফা স্কীম

১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে
৩ বছর মেয়াদে মাসিক মুনাফা ৬৬৭ টাকা
৫ বছর মেয়াদে মাসিক মুনাফা ৬৮৮ টাকা

সকল শাখায় সঞ্চয়পত্র ইস্যু

৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র
৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্র
যে কোন শাখা হতে ক্রয় করা যায়

লকার ভাড়া

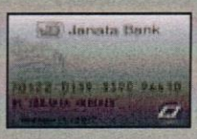

মূল্যবান ডকুমেন্টস, গহনা বা সামগ্রী সুরক্ষিত রাখতে লকার সুবিধা নিন

সিএমএসএমই/এসএমই ঋণ

জনতা ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হোন
স্বনির্ভর দেশ গড়তে অবদান রাখুন

ফরেন রেমিট্যান্স

সকল শাখায় রেমিট্যান্স স্পট ক্যাশ সুবিধা
বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠান
৫% প্রণোদনা বুঝে নিন
যত বেশি রেমিট্যান্স, তত বেশি ক্যাশ

এছাড়াও অন্যান্য সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- এসএনডি হিসাব
- মেয়াদী আমানত
- হজ্জ ডিপোজিট স্কীম
- অনিবাসী পেনশন স্কীম
- নারী কল্যাণ সঞ্চয়ী প্রকল্প স্কীম
- জনতা ডিপোজিট স্কীম
- জনতা মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কীম
- শিল্প ঋণ
- ব্যবসা বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্ট আপ ঋণ
- কৃষি ও পল্লী ঋণ
- আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- নারী উদ্যোক্তা ঋণ
- ভোক্তা, চাকুরিজীবী, ডক্টরস, আইসিটি, শিক্ষা ঋণ
- জনতা সাপোর্ট -পেনশনার ঋণ
- সরকারি চাকুরিজীবী গৃহ নির্মাণ ঋণ
- মোটর কার ঋণ
- RTGS, BEFTN চ্যানেলে অর্থ স্থানান্তর
- এফসি একাউন্ট ও ওয়েজ আনার্স বন্ড ক্রয়
- স্টুডেন্ট ফাইল - বিদেশ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য
- আবুধাবীতে ৪ টি শাখা ও ইতালীতে ২টি
- এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা
- পাসপোর্ট এন্ডোর্সমেন্ট
- সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে কার্যকর অংশগ্রহণ

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.jb.com.bd

আমাদের সময়
20.03.2024 পাতা 01

ডলারে ইউটার্ন কমছে দাম

জিয়াদুল ইসলাম ●

হঠাৎ করেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ডলারের সরবরাহ কিছুটা বেড়েছে। এতে সব পর্যায়ে ডলারের দাম কমতে শুরু করেছে। গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের অনানুষ্ঠানিক দাম প্রায় চার থেকে ছয় টাকা কমেছে। ঈদ সামনে রেখে ডলারের সরবরাহ আরও বাড়ার প্রত্যাশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে আগামীতে ডলারের দাম আরও কমার আশা করা হচ্ছে। ডলারের সরবরাহ বাড়ায় ব্যাংকগুলোও এখন এলসি খুলতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে নির্ধারিত (আনুষ্ঠানিক) দামে কোনো ব্যাংক এলসি খুলছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।

বাজারে ডলারের হঠাৎ এই ইউটার্নের পেছনে ঘরে রাখা ডলার ব্যাংকে ফেরা, আমদানিব্যয় হ্রাস, প্রবাসী আয়ে গতি এবং রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক প্রবণতাকে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। এক্ষেত্রে ডলার সাশ্রয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপও ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন তারা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) চেয়ারম্যান ও সোনালী ব্যাংকের এমডি আফজাল করিম আমাদের সময়কে বলেন, 'অনেকেরই ধারণা ছিল ডলারের দাম আরও বাড়বে; কিন্তু আমরা বলেছিলাম– দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই। তার প্রতিফলন আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের চাহিদা-জোগানের গ্যাপ কমে আসার কারণে ইনফরমাল মার্কেটেও ডলারের রেট কমে এসেছে। আশা করছি সামনে আরও কমবে। বিষয়টি আমরা পর্যবেক্ষণে রেখেছি।'

আমদানি ব্যয়
কমছে

প্রবাসী আয়ে
গতি ফিরেছে

রপ্তানি আয়ে
ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

ঘরের ডলার
ব্যাংকে ফিরছে

করোনাপরবর্তী বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ নানা বৈশ্বিক কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানিখরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। একই কারণে রপ্তানি আয়েও ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

ডলারে ইউটার্ন কমছে দামও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়ে। একই সময়ে হুন্ডি-তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স-প্রবাহ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় ও ব্যয়ে পার্থক্য বেড়ে দেশে ডলারের সংকট তৈরি হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে এই সংকট বাড়তে থাকে। এই সংকটকে উসকে দেয় মৌসুমি ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে ডলার মজুদ। ফলে ডলারের বিপরীতে টাকার মানে রেকর্ড পতন হয়; কমতে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এর পরই আমদানি নিয়ন্ত্রণে নানা কড়াকড়ি ও হুন্ডি প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এসব পদক্ষেপের ফলে দেরিতে হলেও ডলারের বাজার পড়তে শুরু করেছে। এখন বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে নিয়োজিত বেশির ভাগ অথরাইজড ডিলার ব্যাংকের কাছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ডলার আছে। তবে কিছু কিছু ব্যাংক সংকটেও আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি দিনের শুরুতে ব্যাংকগুলোতে ডলারসহ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার নিট পজিশন ছিল ৩১২ মিলিয়ন ডলার। সেটা বেড়ে গত ১৪ মার্চ বুধবার ৭০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এ সময়ে বেশিরভাগ ব্যাংকের কাছে উদ্বৃত্ত ডলার ছিল। একই সময়ে অন্তত ৮ থেকে ১০টি ব্যাংকে ডলারের ঘাটতি ছিল।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক আমাদের সময়কে বলেন, ডলার সংকট কাটাতে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলোরই একটা প্রভাব এখন বাজারে পড়ছে। ব্যাংকগুলোতে সরবরাহ বাড়ায় দামও কমছে।

বিভিন্ন ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরবরাহ বাড়ায় আমদানিতে ডলারের অনানুষ্ঠানিক দাম কমিয়েছে ব্যাংকগুলো। এখন আমদানি বিল নিষ্পত্তিতে ডলারের দাম নেওয়া হচ্ছে ১১৯ থেকে ১২০ টাকা, যা দুই সপ্তাহ আগেও ছিল ১২২ থেকে ১২৪ টাকা। তবে ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম এর থেকেও ১০-১২ টাকা কম নির্ধারণ করা আছে। সর্বশেষ বাফেদা ও এবিবি মিলে আমদানিতে ডলারের দাম নির্ধারণ করে ১১০ টাকা। যদিও এই দামে কোনো ব্যাংকেই মিলছে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান ও বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ডলার সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দামও কমছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত কয়েক মাস টানা বাড়ছে প্রবাসী আয়। রপ্তানি আয়ে ভালো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে আমদানিব্যয়ও কমে গেছে। এর প্রভাবে চলতি হিসাবেও উদ্বৃত্তাবস্থা বজায় রয়েছে। ব্যাংকগুলো এখন এলসি খুলতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

চার কারণে বেড়েছে ডলার সরবরাহ : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, আমাদানিব্যয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা, রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকা এবং মানুষের ঘরে রাখা ডলার ব্যাংকে ফেরাতে আরএফসিডি হিসাবে সুদ বৃদ্ধি– এই চার কারণে বাজারে ডলার সরবরাহ বেড়েছে।

এক সময়ে নিম্নমুখী হওয়া প্রবাসী আয়ে এখন বেশ গতি এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি মাসে রেকর্ড ২১৬ কোটি ডলার প্রবাসী আয় আসে। এর আগের মাসেও প্রবাসী আয় ২০০ কোটি ডলারের বেশি ছিল। সবমিলে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ। রোজা ও ঈদের কারণে চলতি মাসে প্রবাসী আয়ের গতি আরও বাড়ার আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিনেই প্রবাসী আয় ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

অন্যদিকে বিগত অর্থবছরগুলোর ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরেও আমদানিব্যয় নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) আমদানিব্যয় কমেছে ১৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। আর গত অর্থবছরের পুরো সময়ে আমদানিব্যয় কমেছিল প্রায় ১৬ শতাংশ। অথচ তার আগের অর্থবছরে আমদানিব্যয় বেড়েছিল রেকর্ড প্রায় ৩৬ শতাংশ। এর বিপরীতে রপ্তানি আয়েও ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্য রপ্তানিতে আয় এসেছে প্রায় ৫১৯ কোটি ডলার। এটি গত বছরের একই মাসের চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। আর গত অর্থবছরের পুরো সময়ে দেশে রপ্তানি আয় বেড়েছিল ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এর বাইরে গত বছরের ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে মানুষের ঘরে রাখা ডলার ব্যাংকে ফেরাতে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) হিসাবে জমা অর্থের ওপর ব্যাংকগুলো বেঞ্চমার্ক রেটের সঙ্গে অন্তত দেড় শতাংশ সুদ দিতে পারবে বলে জানায়। সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট (সোফর) এখন প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ। সে অনুযায়ী আরএফসিডি হিসাবে জমা রাখা ডলারে প্রায় ৭ শতাংশ সুদ মিলছে। এই সুদের আশায় ঘরে রাখা মজুদ ডলার সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকে ফিরতে শুরু করেছে।

সরবরাহ বাড়ায় দাম কমেছে খোলাবাজারেও : ব্যাংকের বাইরে খোলাবাজারে নগদ ডলারের সরবরাহ বেশ বেড়েছে। ফলে মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এই বাজারে প্রতি ডলারে দাম কমেছে প্রায় ৫ টাকা। গত দুই দিন রাজধানীর দিলকুশা ও মতিঝিলের বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জ হাউসে গিয়ে দেখা যায়, এই বাজারে প্রতি ডলারে ক্রেতাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১১৯ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত। গত সপ্তাহেও যা ছিল ১২১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১২২ টাকা। আর তার আগের সপ্তাহে ছিল ১২৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১২৪ টাকা। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যস্থতায় খোলাবাজারে প্রতি ডলার বিক্রির দাম নির্ধারণ করা আছে ১১৬ টাকা।

এ বিষয়ে মানি এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি এসএম জামান আমাদের সময়কে বলেন, চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেশি হলে স্বাভাবিক নিয়মে যে কোনো জিনিসের দাম কমে যায়। বেশ কিছুদিন ধরে খোলাবাজারেও ডলারের চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেশি বলে মনে হচ্ছে। কোনো মানি চেঞ্জারেই নির্ধারিত রেটে ডলার মিলছে না– এমন প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, এটা হওয়ার কথা নয়। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অ্যাসোসিয়েশনকে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়, সেই নির্দেশনা এই ২৩৪টি মানি চেঞ্জার মানতে বাধ্য। কাজেই আমাদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নির্ধারিত রেটের বাইরে ডলার কেনাবেচার অভিযোগ উঠলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক [পাতা-১৩] 20/03/2024

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত হিসাব খুলতে পারবেন

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়াতে অফশোর ব্যাংকিং (বৈদেশিক মুদ্রায় প্রবাসী বা বিদেশি কোম্পানি থেকে আমানত গ্রহণ করে ঐসব প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ বিতরণের আলাদা একটি ইউনিট) পরিচালনার বিধিবিধান শিথিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকের দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত হিসাব খুলতে পারবেন। দেশে ঐ হিসাব প্রবাসীর পক্ষে স্থানীয় কোনো ব্যক্তি পরিচালনা করতে পারবেন। এর মাধ্যমে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সও পাঠাতে পারবেন।

অফশোর ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য যে আইন করা হয়েছে, তাতে এসব বিধান রাখা হয়েছে। আইনটি ১৪ মার্চ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐদিন থেকেই আইনটি কার্যকর হবে। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এর আগে দেশে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট পরিচালনার জন্য আলাদা কোনো আইন ছিল না। প্রথম বার এ আইন করা হলো। আইনে দেশে অফশোর ব্যাংকিং পরিচালনার বিধিবিধান একদিকে যেমন সহজ করা হয়েছে, অন্যদিকে ব্যাংকের দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আইন অনুযায়ী অফশোর ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা লাইসেন্স নিতে হবে। দেশের ভেতরে যে কোনো স্থানের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখায় অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করা যাবে। এ ইউনিট পরিচালনা করতে হলে দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিদেশে যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিনিধিত্বকারী চুক্তি থাকতে হবে।

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ব্যবহার করতে পারবে না। অথবা এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না যাতে মনে হতে পারে ঐ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কোনো অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মিথ্যা তথ্য দিলে ঐ ইউনিটের লাইসেন্স বাতিল করা যাবে।

আইন অনুযায়ী অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট কেবল বাংলাদেশি প্রবাসী, বিদেশি নাগরিক, রপ্তানি প্রকিয়াকরণ অঞ্চল, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্কগুলোয় শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ করতে পারবে। এর বিপরীতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্কগুলোয় শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোয় বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিতে পারবে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সব ধরনের ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক সেবা দিতে পারবে। তবে কোনো ইউনিট দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে পারবে না।

তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে পারবে।

অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে প্রবাসীদের হিসাব খুলে এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা যাবে। প্রবাসীর পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি ঐ হিসাব পরিচালনা করতে পারবে। বিদেশি ব্যক্তির কাছ থেকেও আমানত বা ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

তবে এসব ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে আমানত বা ঋণের চেয়ে বেশি সম্পদ থাকতে হবে। কোনো ইউনিট কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মিথ্যা তথ্য দিলে ঐ ইউনিটের লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

The Daily Star
Published: Wednesday, 20 March 2024 Page: B4

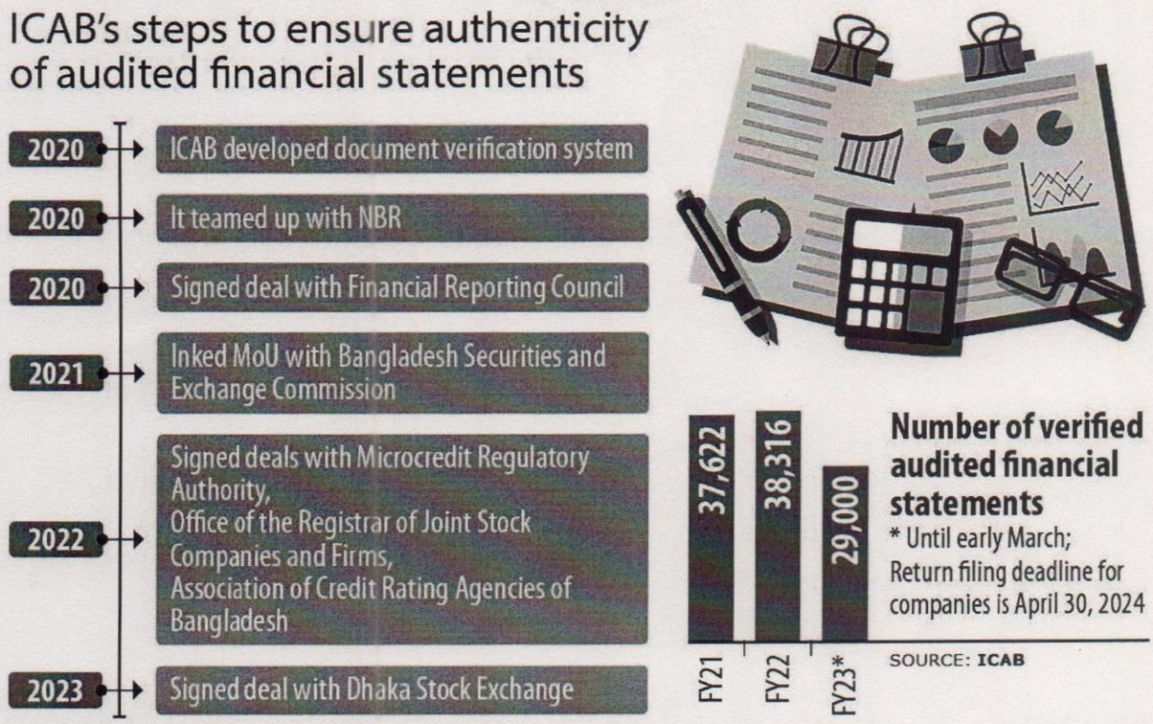

Firms becoming more transparent in financial statements

ICAB president tells The Daily Star

Mohammed Forkan Uddin

SOHEL PARVEZ

The use of the document verification system (DVS) has increased in Bangladesh in the last couple of years, plugging the scope for unruly firms to submit forged audit reports. The number of audit reports signed by accountants by securing codes from the DVS rose by nearly 2 percent year-on-year to 38,316 in 2021-22 compared to a year prior, data from the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) showed. Chartered accountants signed 29,000 audit reports by securing document verification codes (DVCs) from the DVS in the last financial year. "The issuance of DVCs is still going on. We expect the number to grow as the deadline for submissions of tax returns has been extended," said ICAB President Mohammed Forkan Uddin in an interview with The Daily Star recently. DVS is an electronic method of validating the authenticity of audit reports.

In November 2020, the institute developed the DVS to curb the submission of fake audit reports after its 2,200-plus members teamed up with the National Board of Revenue (NBR) so that verified audited financial statements were submitted along with tax returns. In December of the same year, the NBR asked its field offices to use the DVS. Later, the ICAB signed agreements with the Financial Reporting Council, the Bangladesh Bank, and the Bangladesh Securities and Exchange Commission so that they notify firms that financial statements without DVC will not be accepted by the regulators, banks and other agencies.

The DVC is an 18-digit code, which the ICAB members generate and print to sign the audited financial statements providing five key financial data on the company, including profits, turnover, total assets and liability. Regulators and tax offices can then use the DVS from the ICAB website using the DVC. Forkan, a managing partner of M M Rahman & Co Chartered Accountants, said the quality of the financial statements has improved after the introduction of the DVS.

"Now, companies are at least preparing complete financial statements. Audits are becoming transparent. Companies are also becoming transparent because of the monitoring." The objective of the DVS is to increase tax collections and tax returns filing by firms and help banks sanction loans based on authentic audited reports. "It will, thus, reduce default loans and encourage foreign investments in Bangladesh. DVC is a revolutionary step taken by the NBR," Forkan said.

However, there are attempts from various vested corners to create obstacles against the use of DVS on allegations that they are not getting audit reports for the delayed issuance of DVCs. The ICAB president described the allegations as baseless. "It takes only three minutes to issue a DVC." The problem, Forkan said, lies in the delay in preparing financial statements and getting ready the supporting documents by the companies. "If all these are carried out smoothly, it does not take a long time to audit." "An auditor can only audit when the financial statements and other documents are ready. So, companies need to prepare their statements on time." According to Forkan, complaints are mainly coming from small companies, not bigger ones.

In the past, many smaller companies did not hire chartered accountants to perform audits. Rather, they used to create fake audit reports and submit them to regulators and other agencies. "Now they can't do so. Since they can't do that, they are trying to slow the momentum of DVS." He alleged that the allegations started to emerge after the scope to submit fake audit reports came to an end.

Forkan pointed out that the Bangladesh Bank earlier waived the requirement of DVC for small and medium enterprises when it came to bank loans. This is not a prudent decision. "DVC is not a barrier to business. It is to ensure compliance," he said, adding that proper audit reports are necessary for understanding the financial base of a firm. "If the audit report is fake, banks will not get back the loan. We think this should reinstated to bring about discipline in turn." He thinks the success of the system depends on how much regulators and public agencies are using it.

"There are speculations that fake DVC is being used and this is not possible for ICAB to prevent." He urged users such as the NBR and banks to verify the authenticity of the DVC properly. "Here, the government's support is necessary to take the DVS forward." On audit fees, he said businesses also had to pay to prepare false audit reports. "Now they are paying for an actual audit report. This sometimes may be higher than the expenses needed to conduct a fake audit report." Forkan said the ICAB is strongly monitoring its members to ensure that they comply with the rules. "If we find any deviation, we make them accountable. We are not lenient. We are trying to carry out our responsibilities as an independent regulator."

The Financial Express
Published: Wednesday, 20 March 2024 Page: 05

Editorial

Banks must be more proactive in promoting business

Withdrawal of the interest rate spread limit and lending cap by the central bank has enabled commercial banks to raise interest rates on deposits. There is also liquidity crunch in the banking sector due to enhanced government borrowing. No wonder that some banks have been offering very high interest rates ranging from 12 to even 13.40 per cent to woo depositors.

The fallout from this development is that investors including common depositors, who earlier lost their interest in savings due to low interest rate on deposits vis-à-vis high inflation in the market, have again started to turn their attention to banks to keep their money there. Obviously, commercial banks have been hugely profiting out of this change in the depositors' mindset. So far so good. But question remains. How, for instance, are the commercial banks operating across the country and benefiting out of the increased deposits from the public are reciprocating through proportionate amounts of lending in those parts of the country? Reports coming from different parts of the country, however, tell a different story. In the case of Sylhet, for example, a region rich in natural resources and with immense potential for business activities and attendant economic growth is being deprived of its due share of investment from the banks.

Ironically, according to an exclusive report carried by this paper in its Monday, March 18 issue on the state of the banks' contribution to this part of the country by way of lending is hardly reassuring. In fact, as far as the advance-to-deposit ratio (ADR) goes, Sylhet division is not getting back as bank loans even 30 per cent of the money the public of this region deposit in banks. As usual, the banks are shy of lending money to businesses, especially to the small and medium scale entrepreneurs (SMEs). In this connection, the Bangladesh Bank (BB)'s statistics on the division's bank deposit profile may act as a guide.

Last year, for instance, the different commercial banks operating in the four districts of Sylhet division collected Tk 696 billion as deposits. But when it comes to the volume of investments in the form of bank loans to individuals and business, the amount is rather stingy at Tk 200 billion. By simple arithmetic, the lending to deposit ratio, or ADR, comes to 0.29, the lowest one compared to all other divisions of the country.

Compared to the lending of Tk10.72 trillion for Dhaka, Chittogram's Tk7.70 trillion and then Rajshahi, Khulna, Rangpur and Mymemsigh's shares in order, Sylhet preceding only Barishal has practically been denied a fair share of the colossal amount of credit amounting to Tk15.38 trillion that the scheduled banks across the country extended to individuals and businesses as loans until December, 2023.Worse yet, the people of the division in question are not getting, as noted in the foregoing, the due share of the money they saved in the banks as loans. To be fair, it is also not this particular region that is being thus deprived of formal credit from banks in this manner.

Sylhet may have its own idiosyncrasies regarding the work culture and investment habit of its residents attributable to its poor ADR in banks. But considering the investment potential of the region, should the banks as a source of formal credit not play a proactive role by attracting the pubic to the various services they (banks) have on offer? It is time the banks shook off their age-old rigidity and played an active role in promoting business in areas they operate.